সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পূর্বে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল যেখানে চড়ে গাভী তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাত। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত কম। তাই গাভীর প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে খামারি ভাইদের অবশ্যই উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। নিম্নে কয়েকটি বহু বর্ষজীবী ঘাসের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

নেপিয়ার (Pennisetum pur-pureum)

ক্রমিক নং	নেপিয়ার(বাজরা)	বহুবর্ষী ঘাস একবার লাগালে -৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ি ঢাল ও সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত জমিতেও ঘাস জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	হে, প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩০ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	৩০-৪৫ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৫০-৬০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১৫০-২০০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম ও ২.০ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি



এন্ড্রোপোগন (Andropogon gyanus)

ক্রমিক নং	এন্ড্রোপোগন	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে পাহাড়ের চূড়াতে বা বেশি ঢালু জমিতে এ ঘাস ভাল জন্মায় না।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	২৮-৩০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৯ বার - ১ম বছর ৯-১১ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ৩৭০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ৩৩৮ গ্রাম, প্রোটিন ২২ গ্রাম, ফাইবার ১৪৬ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.৭৮ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি

স্প্লেনডিডা (Setaria splendida)

ক্রমিক নং	স্প্লেনডিডা	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৩৫-৪০ হাজার কাটিং/মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৯ বার - ১ম বছর ৯-১১ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ৩৩৫ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ৩১৭ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ১৮৩ গ্রাম, পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.২০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

রোজী (Bracharia ruzizensis)

ক্রমিক নং	রোজী	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। এ ঘাস মধ্যম মানোরলবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৩৫-৪০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	৭০-৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২২০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ১৯৯ গ্রাম, প্রোটিন ২৬ গ্রাম, ফাইবার ১১৬ গ্রাম, পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ২.১০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

সিগনাল (Bracharia decumbens)

ক্রমিক নং	সিগনাল	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ও লবণাক্ত স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৩৫-৪০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	৭০-৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৫৫ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২২৮ গ্রাম, প্রোটিন ১৯ গ্রাম, ফাইবার ১৩১ গ্রাম, পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ২.৪৭ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

জাম্বু

ক্রমিক নং	জাম্বু	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ও লবণাক্ত স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৭ কে.জি. প্রতি হেঃ বা হেঃ প্রতি ৩৫-৪০ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৮ বার - ২য় বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১৫০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ১৯০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ১৮০ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ৭৫ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ১.৯৫ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি

পারা (Bracharia mutica)

ক্রমিক নং	পারা	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ, লবনাক্ত, পাহাড়ি ঢালসহ সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	২৮-৩০ হাজার কাটিং
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	৩০-৩৫ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩৫-৪৫ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৬-৭ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য় বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১২০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৬০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ১৮ গ্রাম, ফাইবার ১১৩ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ২.৬০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি













প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক ও ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী